ওরা কেনো এমন করে !!

পীযূষ ঘোষ

(ফেব্রুয়ারিঃ ২০১০)

ভূমিকাঃ গল্প করতে ভালোবাসি আমরা সবাই, আর আড্ডা মারতে কার না ভালো লাগে। ফুলেরাও ভালোবাসে আড্ডা মারতে। জবা, রজনীগন্ধা, গোলাপ আর সরষেরা এক সন্ধ্যেতে বসেছিলো এমনি এক আড্ডায়। মানুষজনদের নিয়ে তাদের আভিজ্ঞতা, অভিযোগ, অভিমান ছিলো আড্ডার প্রধান বিষয়। সেই আড্ডার কিছুটা অংশ নিয়ে লেখা এই অনু-নাটকঃ

রজনিঃ জবা মাসি, ও জবা মাসি

জবাঃ কে রে ?

রজনিঃ আমি রজনি গো, কেমন আছো ?

জবাঃ গলাটা কেমন চেনা চেনা লাগছে। ও তাই বল, তা কোথায় যাচ্ছিলি, আয়, আয়।

রজনিঃ নাগো না, কাজ কর্ম বিশেষ নেই তাই চলে এলাম, তোমার এখানে।

জবাঃ তা বেশ করেছিস, এই দেখ, কারা বসে আমার ঘরে।

রজনিঃ বাব্বা, গোলাপিদি যে! কখন এলে? আর একে তো ঠিক চিনলামনা।

গোলাপিঃ রজনি, ও হচ্ছে আমার পিস্‌তুতো ভাইয়ের জ্যাঠতুতো ননদ্‌, সরষি।

সরষিঃ আমি তো গেরামে থাকি, তাই তুমাদের সঙ্গে পরিচয় নাই।

জবাঃ দেখ্‌ রজনি, গোলাপির এই নতুন শাড়িটা কি সূন্দর।

গোলাপিঃ এই যে গোলাপির ওপর সবুজের ছিট ছিট দেখছিস্‌, এটা আমাদের পাড়ার বরেন বাবু, ওই যে গো ফরেষ্টে চাকরী করে, তার মামার খুড়তুতো দাদার মামাতো পিস্‌শাশুড়ি অনেক কষ্ট করে খুঁজে এনেছে।

রজনিঃ ভাগ্য জবা মাসি, ভাগ্য! আমারতো এই সাদা পোষাকেই দিন গেলো, কেউ চেষ্টাও করেনা একটা রঙীন কাপড় জোগাড় করে দেবার।

সরষিঃ রজনিদি, তুমার রঙ নাই বা থাইক্‌লো, তুমার ত কত গুন, যিখানে যাও মাতাই তুল সকলকে।

রজনিঃ আমাকে দিদি বলতে হবে না, তোমার চেয়ে ছোটোই হবো। তোমার ওই গোলাপি দিদি না মাসি কি হবে যেনো, ওকে দেখো, ভগবানতো সব রুপ গুন ঢেলে দিয়েছে ওকেই। তা গ্রামে কোথায় থাকা হয়?

সরষিঃ আমার দিখা পাবে ওই পোউষ থিকে ফাগুন সময়টা। মাঠেই পাবেক, না হইলে ঘরের পিছনে উই টুকরা জমিনটাতে

গোলাপিঃ যাই বলো জবা মাসি, আমার ওই সব সাদা ম্যড়ম্যেড়ে জামা কাপড় ভালো লাগেনা। রজনি একটু বদলা নিজেকে,

দেখ্ জবা মাসিও এই বয়েসে একটু আধটু রঙ পাল্টাচ্ছে।

রজনিঃ আর তোমার মততো আর যখন তখন সবাই রঙ বদলাতে পারেনা।

জবাঃ আঃ ! তোরা থামবি, এক সঙ্গে হলেই হোলো, ব্যস শুরু হয়ে গেলো! নে চা খা। সরষি তুমি খাও মা, ওদের কথা ছাড়ো।

সরষিঃ মাসি ই পেলেট লাগবেক্নাই। রজনিদি তুমি.....

রজনিঃ আহা দিদি নয়, বললাম না তোমার চেয়ে.....

গোলাপিঃ ছোটোই হব ! রজনি তোর মত যদি সবার দশ বছরে এক বছর করে বয়স বাড়তো রে।

রজনিঃ দেখেছো, দেখেছো কিরম ওর কাঁটা দিয়ে খোঁচা দিচ্ছে।

জবাঃ কিরে খাবি নাকি ওই করবি।

গোলাপিঃ মাসি তুমি বসো, তা বলো নতুন খবর কি !

জবাঃ নতুন খবর ! হা হা হা! হাসালি গোলাপি। সেই গজু বামুনের গজ গজানি মন্ত্র, বলাই তান্ত্রিকের ঢ্যাংরা নাচ আর বেল কাঁটার খোঁচা খেয়ে খেয়েই তো দিন গেলো, আর নতুন কি খবর হবে, তোদের এখন বয়স, তোরা বল। হ্যাঁ রে রজনি কেমন কি চলছে আজকাল ?

রজনিঃ আমি তো ক্ষনিকের অতিথি মাসি, আদর যত্ন করে সবাই সন্ধে বেলায় নিয়ে যায় আর কাজ ফুরোলে সকাল বেলায় কিরম ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এ লাঞ্ছনা আর পোষায় না দিনের পর দিন। এবার ভাবছি বিদেশের চার্চে বা মিউসিয়ামে আশ্রয় নেবো।

গোলাপিঃ বাব্বা, আমার জীবনটা তোর মত এক ঘেঁয়ে নয়। আমার ইচ্ছে মত, কখনো মন্ত্রিদের টেবিলে, কখন লাভার বয়-এর হাতে, কখন ছাত্রদের সেমিনার রুমে, আবার ইচ্ছে গেলে টুক্ করে মার্কিন মনুমেন্ট থেকে ঘুরে আসি। এইতো সেদিন একটা গ্রেজুয়েশন পার্টিতে ওইযে সৌমেন বাবুর জ্যঠতুতো মামার.....

রজনিঃ খুড়তুতো কাকিমার ছেলের..... তাই না গোলাপিদি !!!

জবাঃ হা হা হা... কিগো সরষি, তুমি চুপ চাপ কেন ?

সরষিঃ না মাসি আমি আর কি বইলব, আমি তো কুথাও যাইও নি আর কেউ ডাকেও নি। মাঠে বইসে নিজে নিজেই দুইলতে থাকি।

রজনিঃ জানো মাসি, গোলাপিদি বুঝলে, সেদিন রাত্রে এক বিয়ে বাড়িতে সোহাগ রাতের দিন গিয়েছিলাম। খাট বিছানা সব সাজিয়ে তুললাম। রাত প্রায় এগারোটা হবে, কনে বসে খাটের ওপর, ঘরে ঢুকে বর আস্তে করে ছিটকিনিটা বন্ধ করে দিল। তার পর বড় আলোটা দিলো বন্ধ করে.....

গোলাপিঃ রজনি থাম থাম, এখানে সরষি আছে দেখিস্।

রজনিঃ নতুন বৌটা, সরল লাজুক দৃষ্টিতে একবার উঁকি মারার চেষ্টা করলো আঁচলের ফাঁক দিয়ে। ছেলেটার মুখটা কিরম

জেনো ব্যজাড়। একটু ঘুরে বাঁহাতে আমাকে সরিয়ে দিয়ে, বৌটার কাছে গিয়ে.....

সরষিঃ তারপর, তারপর !!

রজনিঃ বললো ‘‘ওই কোনে মাদুর বালিশ আছে, তুমি ওখানেই শোবে এখন থেকে, এই খাট তোমার জন্য নয়’’

জবাঃ মানে !

রজনিঃ বুঝলে মাসি, মেয়েটার স্বপ্ন ভরা চোখ মুখ কিরম এক মুহুর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেলো। অনেক অনুনয় বিনয় করেও ফল হোলোনা। কোনো রকমে চোখের জলটা সামলে নিয়ে কোনের মাদুরটার দিকে এগিয়ে গেলো।

গোলাপিঃ আর ছেলেটা, ওই জানোয়ারটা কি করলো ?

রজনিঃ ছোটো আলোটাও নিভিয়ে দিয়ে শটান শুয়ে পড়ে মেয়েটার উদ্দেশ্যে বলল ‘‘বাবাকে বোলো, সব কিছু কথা মত মিটিয়ে দিতে’’।

সরষিঃ তুমি কিছু বইললে না ?

রজনিঃ একোনে ওকোনে গড়া গড়ি খেয়েছি আর ছটপট করতে করতে অপেক্ষা করেছি সূর্য ওঠার। আর এর বেশি কি করতে পারি।

গোলাপিঃ বুঝতে পারছি রে রজনি, তোর অবস্থাটা, আমিও এরম যন্ত্রনা বয়ে বেড়াচ্ছি বেশ কিছুদিন ধরে।

সরষিঃ কেনে, তুমি কার বিয়া ঘরে যাঁইয়েছিলে ?

গোলাপিঃ দূর পাগলি! বিয়া ঘর নইরে। ওই যে চৌধূরি পাড়ার বিদ্যুত চৌধূরি আছেনা, তার পিস্তুতো মাসির মামাতো বোনের ভাসুর-ই তো শিল্প মন্ত্রি রে। তা সেবার মহাকরনে বিরাট মঞ্চে প্রচুর লোকের সামনে তো বক্তৃতা দিলো। তারপর সে আর দুজনের সঙ্গে একটা এসি ঘরে ঢুকলো। পেছোন পেছোন আমিও গিয়ে বসলাম টেবিলের ওপর।

জবাঃ তা হ্যাঁ রে, কেমন দেখতে সে দুটো লোক?

গোলাপিঃ বেশ কোট্ সুট্ পরা, ভদ্রলোকি মনে হোলো, তার পর মন্ত্রির সঙ্গে কথাবার্তা শুরু হোলো। পাঁচ মিনিট পর একজন ইসারা করলো চলে যেতে।

সরষিঃ কি ভাষা বইলছিলো উরা ?

রজনিঃ আ ! তুমি থামোনা সরষি, তারপর?

গোলাপিঃ কিছুক্ষন কথা বলার পর, বুঝতে পারলাম, না ! এতো ঠিক সুবিধার নয়। সেই সুট্ পরা ভদ্রোলোকটি কিসের জেনো কয়েকটা কারখানা গড়তে চাই, তার জন্য জমি ও আরো কি কি সব সুবিধা সুযোগ পাইয়ে দেবার প্রস্তাব রাখলো মন্ত্রির কাছে।

জবাঃ আর তাতে রাজি হোলো ওই মন্ত্রি ?

গোলাপিঃ একটু ইতস্তত করছিলো, এদিক ওদিক বার কয়েক তাকালো তারপর দেখলাম রাজি হোলো। দেখলাম

ডানদিকের কোনে একটা মুচকি হেসে পকেট থেকে একটা লিষ্ট বের করে লোকটাকে ধোরিয়ে দিয়ে বললো ‘‘এগুলো একটু দেখবেন, বাকি কাজ হয়ে যাবে’’। দুজনের মাঝে টেবিলের ওপর বসে এ দৃশ্য দেখে মাথা ঘুরে পড়ে যাবার উপক্রম। সময় মত আমাকে ধরে টেবিলের ওপর আবার বসিয়ে দিয়ে কোট পরা লোকটা উঠতে উঠতে বললো ‘‘আজ তাহলে উঠি’’।

সরষিঃ সত্যি দিদি তুমার সহ্যি বটে।

জবাঃ না সহ্য করে উপায় কি ভাই, আমরা তো আর কিছু বলতে পারিনা, শুধু দেখেই যেতে পারি।

গোলাপিঃ মাসি এই জলটা খাব ?

জবাঃ খা না খা। এই বছরেই মাঘ মাসে, ওই যে বাইপাসের ধারে যে শ্মশানটা আছে, সন্ধে বেলায় বোসে ছিলাম কালির পায়ের কাছে। ঘুট ঘুটে অন্ধকার, বোধহয় অমাবস্যাও ছিলো, একটা দুটো শেয়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে.....

সরষিঃ তুমার ডর লাগছিলোনাই মাসি ?

জবাঃ আরে ধুর ! এ আমার অভ্যেস আছে। রাত প্রায় তখন ধর নটা হবে। দেখি এক দল লোক একটা দুটো হ্যারিকেন লাইট জ্বালিয়ে ঢুকছে শ্মশানে। সামনে লাল গেরুয়া পরা লম্বা চুল ওয়ালা একটা লোক একটা মাঝ বয়সি মহিলাকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে।

রজনিঃ কেগো ওই লোকটা, সাধু টাধু নাকি ?

জবাঃ অ্যাঁ....., সাধু না ছাই, হবে তান্ত্রিক টান্ত্রিক। তার পর একদিকের একটা খুঁটিতে সেই মহিলাকে বেঁধে, তান্ত্রিক কি সব মন্ত্র টন্ত্র পড়লো, তার পর কেউ বয়ে আনা ঝাঁটা, কেউ জুতো দিয়ে মারতে শুরু করলো। কিছুক্ষন পর মারা বন্ধ করে তাকে বেঁধে রেখে চলে গেল। যেতে যেতে একজন বলল ‘‘আমাদের পাড়ায় ডাইনি! বোঝ্ কেমন লাগে’’।

রজনিঃ সে কি গো, তুমি একটি বারো কিছু বললে না ?

জবাঃ রজনি, মা কালিই যখন মানুষের এই লীলা দিনের পর দিন উপভোগ করছে, আমি তো তার চরণে আশ্রিতা মাত্র, আমার কি ক্ষমতা বল।

গোলাপিঃ সত্যি, আমরা নিজেদের চাওয়া পাওয়া, ভালো লাগা, সব কিছু বিসর্জন দিয়ে মানুষের ঘর সজিয়ে তুলি, গন্ধে ভরে তুলি ওদের ড্রয়িংরুম, মঞ্চ, বাসরের খাট, দেব-দেবীর গলা...

রজনিঃ আর আমাদের চোখের সামনেই ওরা চালিয়ে যাই ওদের কার্জ কলাপ, বার বার ওদের নিকৃষ্ট স্বার্থপর হৃদয় আর কুসংস্কারচ্ছন্ন মনকে তুলে ধরে আমাদের সামনে।

জবাঃ আমরাতো বলতে পারিনা, কিন্তু আমাদেরও তো কষ্ট হয়।

সরষিঃ আমার মাঠ-ই ভালোগো রজনিদি। শীতের হাওয়ায় নিজে নিজেই দোল খাব, মাঝে মাঝে মাঠের মৌমাছি গুলা আইসে ভাব জমাই যাই, সুয্যি ডুবার সময় সাজি লুতন পুষাকে, সকাল হইলে আবার দুলি আপন মনে।

সমাপ্ত